স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম ১৪৪৪

গ্রুপ “জুমুআহ”

শ্রেণি: নবম ও দশম

নাম:

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দিকনির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ক্লাস অনুযায়ী এ্যাসাইনমেন্ট-এর পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা স্কুল থেকে প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারেন, ইন শা আল্লাহ।

- শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা/অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে আল-কুরআন, নির্ভরযোগ্য তাফসির বা কিতাব অথবা সহীহ হাদিস থেকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে করে শিক্ষার্থী নিজেরাই উত্তরটি লিখতে পারেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি।

- এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন শা আল্লাহ।

- প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাবে।

- এ্যাসাইনমেন্ট-এর হার্ড কপি আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে স্কুলে সাবমিট করবেন ইন-শা-আল্লাহ।

রমাদান ১ম সপ্তাহ

জনাব আব্দুর রহমান একজন ধর্মভীরু মুসলিম। সে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে। দ্বীনের ব্যাপারে কিছু জানতে হলে বাসার কাছেই মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ছুটে যায়। ইমাম সাহেব আব্দুর রহমানকে রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে সলাত শেখালেন। তিনি সলাত শেখানোর এক পর্যায়ে বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া সলাত শুদ্ধ হবে না। তারপর তিনি আব্দুর রহমানকে একটি সহিহ হাদিস বললেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না'**।[1]

আব্দুর রহমান এতসব নতুন কিছু জেনে অবাক হয়, আর ভেবে পায় না এতদিন কিভাবে তারা সূরা ফাতিহা ছাড়া সলাত আদায় করেছে! আব্দুর রহমান ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে," সূরা ফাতিহা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? যে এ সূরা পাঠ না করলে সলাতই হবে না।

তখন ইমাম ব্যাখ্যা করে," মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একাত্ববাদ। আর সূরা ফাতিহাতে তাওহীদের সব প্রকারই রয়েছে। তাওহীদ ছাড়াও সূরা ফাতিহা হচ্ছে কুরআনের সারাংশ। তাই হয়ত আল্লাহ্‌ বান্দাদের জন্য রহমত স্বরূপ এত সুন্দর একটা সূরা দিয়েছে। যেটি আমরা সকাল বিকাল অন্তত ১৭ বার পাঠ করি। আব্দুর রহমান তাওহীদ

[1] *ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); মিশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৫, ৭৬৬, ২/২৭২ পৃঃ, 'ছালাতে ক্বিরআত পাঠ করা' অনুচ্ছেদ।*

সম্পর্কে কিছুই জানতো না অথচ এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সে এতকিছু জানতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং তাওহীদ শেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

প্রশ্ন:

ক. তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী? সূরা ফাতিহার আলোকে বর্ণনা কর। (সূরা ফাতিহার কোন অংশে কোন তাওহীদের কথা বলা হয়েছে সেটা উল্লখ করতে হবে)

খ. কেন মানুষের জীবনে তাওহীদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা কর।

রমাদান ২য় সপ্তাহ

২। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৪ তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন,

وَ مَكَرُوۡا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَیۡرُ الۡمٰکِرِیۡنَ

অর্থ: তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ কৌশল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

প্রশ্ন ক: সূরা কাসাসে মুসা (আঃ)-এর মা এই কৌশলের চমৎকার প্রমাণ পেয়েছিলেন। এখানে কোন চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে? এই ঘটনায় কীভাবে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'লা সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী হলেন?

প্রশ্ন খ: উক্ত আয়াতটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? সূরা ইউসূফে কার বক্তব্যে এই শিক্ষার প্রতিফলন দেখা গেছে?

রমাদান ৩য় সপ্তাহ

আব্দুর রহমান খুব মেধাবী ছাত্র। তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিলো স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার। অবশেষে সেই কঠিন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন তিনি, অথচ শেষমেশ তার পারিবারিক কিছু কারনে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে পড়তে না পারার একরাশ দুঃখ জায়গা করে নিয়েছিলো তার মনে। অভিমানে সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকতেন।

এর কিছুদিন পরে তিনি জানতে পারেন যে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার ব্যাচে ভর্তি হওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থী এক শিক্ষা সফরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত/আহত হয়েছে। আব্দুর রহমান তখন বুঝতে পারেন যে প্রতিটি ঘটনা বা বিফলতার পিছনেও আল্লাহ তা'লার কোনো না কোনো হিকমাহ রয়েছে যা আমরা অনেক সময়ই বুঝতে পারি না।

প্রশ্ন ক: সূরা বাকারার কোন আয়াতটির অর্থ আগে জানা থাকলে তিনি অভিমানে মনমরা হয়ে থাকতেন না?

প্রশ্ন খ: হাদীসে জিবরীল এর আলোকে "তাকদিরে বিশ্বাসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

রমাদান ৪র্থ সপ্তাহ

ইদানিং বিভিন্ন আলোচনায় কিয়ামতের আলামত নিয়ে প্রচুর বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। এই বক্তব্যগুলোর মাঝে অনেক বক্তব্যই মনগড়া বা ব্যক্তির নিজের চিন্তাপ্রসূত। এই বক্তব্যগুলোতে আলামত নিয়ে যত আলোচনা হয় করনীয় সম্পর্কে আলোচনা হয় কমই।

প্রশ্ন ক: সুরা কাহাফে মূলত কতটি ঘোটনার উল্লেখ আছে? তাফসীরের সাহায্য নিয়ে এর প্রত্যেকটি ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষনীয় কী আছে তা আলাদাভাবে উল্লেখ কর।

প্রশ্ন খ: সূরা কাহাফ এর ফজিলত সংক্রান্ত সহিহ হাদীসসমূহ এর বাংলা ভাবার্ত লিখ।

৫। আমাদের মাঝে সফল কারা? সূরা মু'মিনিন এর প্রথম ১০ আয়াত থেকে সফল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৬। ঈদ -উল ফিতরের সূন্নাহগুলো কী কী? বর্ণনা কর।

৭। নিচের কাজগুলো করে টিক চিহ্ন দাও।

কাজ	কাজের বিস্তারিত বিবরণ	যতটুকু করেছেন রমাদান শেষে উল্লেখ করবেন
কুরআন	প্রতিদিন ১ পারা টার্গেট করে পুরো কুরআন অর্থসহ একবার পড়ে শেষ করা।	
তারাউই সলাত আদায় করা	নিয়মিত তারাউইর সালাত আদায় করা এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা করা। (এটি কুরআনের অর্থ পড়ার কাজটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিদিন তারাউইর সালাতে যা তিলাওয়াত হবে তার অর্থ আগে থেকেই পড়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। এতে সালাতে মনোযোগ বাড়বে, ইন-শা-আল্লাহ।)	
কিয়াম	রমাদান জুড়ে কিয়ামুল লাইল আদায় করা (প্রতিদিন সেহেরি খাওয়ার পূর্বে ২/৪ রাকাত তাহাজ্জুদ সলাত আদায়ের চেষ্টা করবেন)	
ইফতার	১০ জন সায়েম কে ইফতার করানো (রান্না করে/খাবার পৌছে দিয়ে। (মেয়ে শিক্ষার্থীরা সম্ভব হলে নিজের বাবা, ভাই বা মাহরাম পুরুষের সাহায্য নিয়ে কোনো গরিব পরিবারকে ইফতার পৌছে দিবেন।)	
ঈদ	ঈদ এর সূন্নাহ সমূহ পালন করা	